দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... NOV. 1 7 1999
পৃষ্ঠা ৭ ... ... কলাম ৫ ......

উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ২৬ লাখ শিশু শিক্ষার বাইরে রয়েছে ।। নানান সংকটে ভুগছে স্কুলগুলো

আমিনুল হক, সৈয়দপুর থেকে ঃ উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার সাড়ে ২৬ লাখেরও কিছু বেশি শিশু শিক্ষার বাইরে রয়েছে। আর যারা এখন স্কুলে যাচ্ছে, তাদেরকে আবার প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষকসহ নানান সংকটের কারণে সঠিকভাবে পাঠদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

শিশুদের পাঠ গ্রহণে আগ্রহী করে তোলার জন্য ক' বছর আগে কিছু কলাকৌশল গ্রহণ করা হলেও এখন সেসব প্রচেষ্টা আর লক্ষ্য করা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষা এখন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, তদারকি ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বন্ধ হয়ে গেছে এ অঞ্চলের একমাত্র বিভাগীয় পর্যায়ের তদারকি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনভাতাসহ সকল প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা।

এ অঞ্চলের জেলা ১৬টিতে প্রাইমারি স্কুল রয়েছে মোট ১৬ হাজার ২শ' ৯০টি। এসব হচ্ছে সরকারি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড ও পিটিআই সংযুক্ত। এছাড়া আরও স্কুল আছে স্যাটেলাইট, কমিউনিটি এবং এনজিও পরিচালিত। এনজিওর মধ্যে অবশ্য গণসাহায্য সংস্থার বেশকিছু স্কুল ইতোমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগের একটি সূত্র জানায়, এসব স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে ৪৫ লাখ ৯৫ হাজার ৩শ' ৩০। এদের মধ্যে আবার এখন স্কুলে যাচ্ছে না, (ঝরে পড়া) এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯ লাখ ৬৫ হাজার ১৯। অথচ জরিপ প্রতিবেদন মতে এ অঞ্চলে ৬ থেকে ১০ বছরের শিশুর সংখ্যা হচ্ছে ৬২ লাখ ৪৩ হাজার ৮শ' ৯। এসব শিশুর সবাইকে স্কুল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি বলে একই সূত্রটি থেকে জানা যায়। মোট কথা সব মিলে এখন স্কুলে যাচ্ছে না মোট ২৬ লাখ ১৩ হাজার ৪শ' ৯৮টি শিশু। এর পেছনে দরিদ্রতাসহ অনেক কারণ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতিবছরের শুরুতে শিক্ষকদের দিয়ে জরিপ করানো হয় স্কুলে যাওয়ার উপযোগী কতটি শিশু রয়েছে। পরবর্তীতে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার আর তেমন প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। ক' বছর আগে শিশুদের স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং সেখানে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে উপকরণভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি চালুর এক প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ পড়ার সময় হাতে-কলমে শিক্ষাদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক দ্রব্যাদি শিশুদের সামনে উপস্থাপন করা হতো, যেমন ঃ আলু, আম, লিচু, কাঁঠাল, পাট ও ধানগাছ প্রভৃতি। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের গানের সুরে ও কবিতার ছলে অংককরণ এবং অভিনয়ের মাধ্যমে যোগ-বিয়োগ শেখানো হতো। এতে ছাত্রছাত্রীরা যেমন উৎসাহ পেত, তেমনি পড়া মনে রাখাও তাদের জন্য সহজ ছিল। তারা মনে করত এটা একটা খেলা। এজন্যে ইউনিসেফ-এর সহযোগিতায় সৈয়দপুরে একটি প্রকল্পও হাতে নেয়া হয়েছিল, যেখানে ওই অঞ্চলের ১৬টি জেলা থেকে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়ে এসে অভিজ্ঞতা দেয়া হতো। এ পদ্ধতিতে অনেক জেলাতেই পাঠদান শুরুও করা হয়েছিল, যা সে সময় বেশ প্রশংসাও পায়। এ পদ্ধতিতে পাঠদান চলে '৯৫ সাল পর্যন্ত; কিন্তু পরবর্তীতে অজ্ঞাত কারণে এ পদ্ধতিতে পাঠদান ও সৈয়দপুরের প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

একইভাবে শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলার জন্য চালু করা হয় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি। সেখানেও নানান জটিলতার জন্য উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে চলেছে।

এরপর আছে শিক্ষক সংকট ও স্কুল ভবনসহ পরিবেশ সমস্যা। নিয়মানুযায়ী ৫০ জন ছাত্রছাত্রীর জন্য একজন করে শিক্ষক থাকার কথা; কিন্তু তা নেই এ অঞ্চলে। বর্তমান শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা অনুযায়ী গড়ে একেকজন শিক্ষকের ভাগে পড়েছে ১শ' ১৯ জন করে ছাত্রছাত্রী। ১৬টি জেলায় প্রধান শিক্ষকসহ মোট কর্মরত শিক্ষক রয়েছেন ৩৮ হাজার ৪শ' ২৫ জন, অথচ মোট শিক্ষকের পদ রয়েছে ৪০ হাজার ১শ' ৫২। অর্থাৎ বরাদ্দকৃত পদের চেয়ে শিক্ষক কম আছেন ১ হাজার ৭শ' ২৭ জন। একই অবস্থা তদারকি কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রেও। ১৬টি জেলার মধ্যে ১২টি জেলায় জেলা শিক্ষা অফিসার আছেন, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার ১৬ জনের মধ্যে ১ জনও নেই। ১শ' ২৪ জন থানা শিক্ষা অফিসারের মধ্যে কর্মরত আছেন ৯২ জন এবং ৩২টি থানাই চলছে সহকারী শিক্ষা অফিসার ছাড়া। সবচেয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এ অঞ্চলের ১৬টি জেলার প্রাইমারি স্কুল তদারকি কর্তৃপক্ষের। এদের প্রায় ৬ মাস ধরে বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে। কর্মকর্তারা তদারকির কাজের জন্য যাতায়াত ভাতা, অফিস পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় (কন্টিজেন্সি) এবং যোগাযোগের জন্য টেলিফোন বিলসহ সবকিছু বন্ধ রাখা হয়েছে।